দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 03 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

■ রাজধানীর ৭৭ শতাংশ স্কুলশিশু পর্নোগ্রাফি দেখে

অভিভাবকদের সচেতনতা জরুরি

দেশে প্রযুক্তি ব্যবহারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শিশু-কিশোরীদের হয়রানি। যুক্ত হয়েছে শিশু-কিশোরীদের উদ্ভাবনায় নতুন মাত্রা। সম্প্রতি ফেসবুকের মাধ্যমে প্রতারিত হচ্ছে উঠতি বয়সের মেয়েরা। মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা, ভিডিও করা, নগ্ন ছবি এমএমএস করা, ব্লুটুথের মাধ্যমে ভিডিও দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া– এ ধরনের বিব্রতকর ঘটনার অহরহ মুখোমুখি হচ্ছে কিশোরীরা। কর্মজীবী ও পথশিশুরা সিডিতে পর্নোগ্রাফি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। রাজধানীর স্কুলগামী অধিকাংশ শিশুর পর্নোগ্রাফি দেখার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে গতকাল আমাদের সময়ে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে রাজধানীর স্কুলগামী শিশুদের প্রায় ৭৭ শতাংশের পর্নোগ্রাফি দেখার ভয়ঙ্কর একটি খবর। প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেশে তৈরি এ পর্নোগ্রাফিগুলোয় যাদের ভিডিও দেখানো হচ্ছে, তাদের বয়স ১৮ বছরের কম। শুধু তা-ই নয়, পর্নোগ্রাফি দেখার প্রবণতার পাশাপাশি এখন পর্নোগ্রাফি বানানোর মতো ভয়ঙ্কর কাজে যুক্ত হচ্ছে দেশের অনেক শিশু। ঢাকার ৫০০ স্কুলগামী শিক্ষার্থীর ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ৭৭ শতাংশ শিশু নিয়মিত পর্নোগ্রাফি দেখছে। তারা সুস্থ যৌনশিক্ষার পরিবর্তে বিকৃত যৌনশিক্ষার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে।

শিশুদের এভাবে পর্নোগ্রাফিতে জড়িয়ে যাওয়ার পেছনে মা-বাবার অসচেতনতার চেয়ে অজ্ঞানতাই বেশি দায়ী। কেননা তারা প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন না। এ জন্য অভিভাবকদের প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিকভাবে শিশু-কিশোরদের জন্য যৌনশিক্ষার দরকার– যার মাধ্যমে বয়স উপযোগী করে শিশুকে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানাতে হবে। কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়– এ সম্পর্কে তাকে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। একই সঙ্গে তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতিমালা থাকা দরকার। আর অভিভাবকের নামে নিবন্ধন করা সিমগুলো যেহেতু ব্যবহার করতে হয় শিশুদের, সেহেতু তাদের দামি মোবাইল ফোন, ট্যাব ও সেগুলোয় ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার ব্যাপারে অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে।